শিক্ষাক্রম ২০২২

বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা

বিষয় : বাংলা | সপ্তম শ্রেণি

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

যোগ্যতাভিত্তিক

সহযোগিতামূলক

শিখনকালীন মূল্যায়ন

একীভূত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সপ্তম শ্রেণির মূল্যায়ন বিষয়ে
শিক্ষকদের জন্য নির্দেশনা

বিষয় : বাংলা
শিক্ষাবর্ষ : ২০২৩

সূচিপত্র

ভূমিকা	১
ক) শিখনকালীন মূল্যায়ন	২
খ) ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন	২
গ) শিক্ষার্থীর ষান্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুতকরণ	২
ঘ) মূল্যায়নে ইনক্লুশন নির্দেশনা	৩
পরিশিষ্ট ১	৪
শিখনযোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক বা Performance Indicator (PI)	৪
পরিশিষ্ট ২	৬
শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের টপশিট	৬
পরিশিষ্ট ৩	১৪
শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক	১৪
পরিশিষ্ট ৪	১৭
ষান্মাসিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট	১৭

ভূমিকা

সুপ্রিয় শিক্ষকমণ্ডলী,

২০২৩ সাল থেকে শুরু হওয়া নতুন শিক্ষাক্রমের মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার আপনাকে সহায়তা দেওয়ার জন্য এই নির্দেশিকা প্রণীত হয়েছে। আপনারা ইতোমধ্যেই জানেন যে নতুন শিক্ষাক্রমে গতানুগতিক পরীক্ষা থাকছে না, বরং সম্পূর্ণ নতুন ধরনের মূল্যায়নের কথা বলা হয়েছে। ইতোমধ্যে অনলাইন ও অফলাইন প্রশিক্ষণে নতুন শিক্ষাক্রমের মূল্যায়ন নিয়ে আপনারা বিস্তারিত ধারণা পেয়েছেন। এছাড়া শিক্ষক সহায়িকাতেও মূল্যায়নের প্রাথমিক নির্দেশনা দেওয়া আছে। তারপরেও, সম্পূর্ণ নতুন ধরনের মূল্যায়ন বিধায় এই মূল্যায়নের প্রক্রিয়া নিয়ে আপনাদের মনে অনেক ধরনের প্রশ্ন থাকতে পারে। এই নির্দেশিকা সে সকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় আপনার ভূমিকা ও কাজের পরিধি সুস্পষ্ট করতে সাহায্য করবে।

যে বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে,

১। নতুন শিক্ষাক্রম বিষয়বস্তুভিত্তিক নয়, বরং যোগ্যতাভিত্তিক। এখানে শিক্ষার্থীর শিখনের উদ্দেশ্য হলো কিছু সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জন। কাজেই শিক্ষার্থী বিষয়গত জ্ঞান কতটা মনে রাখতে পারছে তা এখন আর মূল্যায়নে মূল বিবেচ্য নয়, বরং যোগ্যতার সবকয়টি উপাদান - জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে সে কতটা পারদর্শিতা অর্জন করতে পারছে তার ভিত্তিতেই তাকে মূল্যায়ন করা হবে।

২। শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াটি অভিজ্ঞতাভিত্তিক। অর্থাৎ শিক্ষার্থী বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের মধ্য দিয়ে যোগ্যতা অর্জনের পথে এগিয়ে যাবে। আর এই অভিজ্ঞতা চলাকালে তার পারদর্শিতার ভিত্তিতে শিক্ষক মূল্যায়নের উপাত্ত সংগ্রহ করবেন।

৩। নম্বরভিত্তিক ফলাফলের পরিবর্তে এই মূল্যায়নের ফলাফল হিসেবে শিক্ষার্থীর অর্জিত যোগ্যতার (জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ) বর্ণনামূলক চিত্র পাওয়া যাবে।

৪। মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শিখনকালীন ও সামষ্টিক এই দুটি পর্যায়ে সম্পন্ন হবে।

২০২৩ সালে সপ্তম শ্রেণির শিখনকালীন ও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন পরিচালনায় শিক্ষকের করণীয়

শিক্ষার্থীরা কোনো শিখন যোগ্যতা অর্জনের পথে কতটা অগ্রসর হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণের সুবিধার্থে প্রতিটি একক যোগ্যতার জন্য এক বা একাধিক পারদর্শিতার সূচক (Performance Indicator, PI) নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি পারদর্শিতার সূচকের আবার তিনটি মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষক মূল্যায়ন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার ভিত্তিতে এই সূচকে তার অর্জিত মাত্রা নির্ধারণ করবেন (সপ্তম শ্রেণির বাংলা বিষয়ের যোগ্যতাসমূহের পারদর্শিতার সূচকসমূহ এবং তাদের তিনটি মাত্রা পরিশিষ্ট-১ এ দেওয়া আছে। প্রতিটি পারদর্শিতার সূচকের তিনটি মাত্রাকে মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের সুবিধার্থে চতুর্ভূজ, বৃত্ত, বা ত্রিভূজ (□ ○ △) দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে)। শিখনকালীন ও সামষ্টিক উভয় ক্ষেত্রেই পারদর্শিতার সূচকে অর্জিত মাত্রার উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করা হবে।

শিখনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে শিক্ষক ঐ অভিজ্ঞতার সাথে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার সূচকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত মাত্রা নিরূপণ করবেন ও রেকর্ড করবেন। এছাড়া শিক্ষাবর্ষ শুরুর ছয় মাস পর একটি ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে। সামষ্টিক মূল্যায়নে শিক্ষার্থীদের পূর্বনির্ধারিত কিছু কাজ (এসাইনমেন্ট, প্রকল্প ইত্যাদি) সম্পন্ন করতে হবে। এই প্রক্রিয়া চলাকালে এবং প্রক্রিয়া শেষে একইভাবে পারদর্শিতার সূচকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত মাত্রা নির্ধারণ করা হবে। প্রথম ছয় মাসের শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের তথ্যের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীর একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করা হবে।

ক) শিখনকালীন মূল্যায়ন

এই মূল্যায়ন কার্যক্রমটি শিখনকালীন অর্থাৎ শিখন অভিজ্ঞতা চলাকালে পরিচালিত হবে।

- ✓ শিখনকালীন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে শিক্ষক সংশ্লিষ্ট শিখনযোগ্যতা মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক বা PI (পরিশিষ্ট-২ দেখুন) ব্যবহার করে শিখনকালীন মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন। পরিশিষ্ট-২ এ প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতায় কোন কোন PI এর ইনপুট দিতে হবে, এবং কোন শিখন কার্যক্রম দেখে দিতে হবে তা দেওয়া আছে। প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সকল শিক্ষার্থীদের তথ্য ইনপুট দেওয়ার সুবিধার্থে পরিশিষ্ট-৩ এ একটি ফাঁকা ছক দেওয়া আছে। এই ছকে নির্দিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতার নাম ও প্রযোজ্য PI নম্বর লিখে ধারাবাহিকভাবে সকল শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করা হবে। শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট PI এর জন্য প্রদত্ত তিনটি মাত্রা থেকে প্রযোজ্য মাত্রাটি নির্ধারণ করবেন, এবং সে অনুযায়ী চতুর্ভূজ, বৃত্ত, বা ত্রিভূজ (□ ○ △) ভরাট করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনায় এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফটোকপি করে তার সাহায্যে শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণ করা হবে।
- ✓ শিখনকালীন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষক যে সকল শিখন কার্যক্রম দেখে পারদর্শিতার সূচকে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করেছেন সেগুলোর তথ্যপ্রমাণ (শিক্ষার্থীর কাজের প্রতিবেদন, অনুশীলন বইয়ের লেখা, পোস্টার, লিফলেট, ছবি ইত্যাদি) শিক্ষাবর্ষের শেষদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করবেন।
- ✓ এখানে উল্লেখ্য যে, শিখন অভিজ্ঞতায় শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ, সম্পৃক্ততা ও সার্বিক আচরণগত দিক মূল্যায়ন করার জন্য তাদের আচরণগত সূচক (BI) এর মাত্রা নির্ধারণ করা হবে। এই সূচক ব্যবহার করে মূল্যায়নের পদ্ধতি পরবর্তীতে শিক্ষকদের জানিয়ে দেওয়া হবে।

খ) ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

- ✓ ২০২৩ সালের জুন মাসের শেষ সপ্তাহে বাংলা বিষয়ের ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন ও ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে। পূর্ব ঘোষিত এক সপ্তাহ ধরে এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচালিত হবে। স্বাভাবিক ক্লাসরুটিন অনুযায়ী বাংলা বিষয়ের জন্য নির্ধারিত সময়ে শিক্ষার্থীরা তাদের সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য অর্পিত কাজ সম্পন্ন করবে।
- ✓ সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অন্তত এক সপ্তাহ আগে শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা বুঝিয়ে দিতে হবে এবং সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রা রেকর্ড করতে হবে।
- ✓ শিক্ষার্থীদের প্রদেয় কাজের নির্দেশনা, ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন ছক, এবং শিক্ষকের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য নির্দেশাবলী সকল প্রতিষ্ঠানে জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে প্রেরণ করা হবে।

গ) শিক্ষার্থীর ষান্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুতকরণ

কোনো একজন শিক্ষার্থীর সবগুলো পারদর্শিতার সূচকে অর্জনের মাত্রা ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করা থাকবে (পরিশিষ্ট-৪ এ ষান্মাসিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট সংযুক্ত করা আছে)। শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের প্রতিবেদন হিসেবে ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের পর এই ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করা হবে, যা থেকে শিক্ষার্থী, অভিভাবক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ বাংলা বিষয়ে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক অগ্রগতির একটা চিত্র বুঝতে পারবেন।

শিখনকালীন ও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রার ভিত্তিতে তার ষান্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা হবে। ট্রান্সক্রিপ্টের ক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত অর্জনের মাত্রা চতুর্ভূজ, বৃত্ত, বা ত্রিভূজ (□ ○ △) দিয়ে প্রকাশ করা হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, শিখনকালীন ও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে একই পারদর্শিতার সূচকে একাধিকবার তার

অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করতে হতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে, একই পারদর্শিতার সূচকে কোনো শিক্ষার্থীর দুই বা ততোধিক বার ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার পর্যবেক্ষণ পাওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে, কোনো একটিতে—

- যদি সেই পারদর্শিতার সূচকে ত্রিভূজ (△) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত হয়, তবে ট্রান্সক্রিপ্টে সেটিই উল্লেখ করা হবে।
- যদি কোনবারই ত্রিভূজ (△) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত না হয়ে থাকে তবে দেখতে হবে অন্তত একবার হলেও বৃত্ত (○) চিহ্নিত মাত্রা শিক্ষার্থী অর্জন করেছে কিনা; করে থাকলে সেটিই ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করা হবে।
- যদি সবগুলোতেই শুধুমাত্র চতুর্ভূজ (□) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত হয়, শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রে ট্রান্সক্রিপ্টে এই মাত্রার অর্জন লিপিবদ্ধ করা হবে।

ঘ) মূল্যায়নে ইনক্লুশন নির্দেশনা

মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চর্চা করার সময় জেন্ডার বৈষম্যমূলক ও মানব বৈচিত্রহানীকর কোন কৌশল বা নির্দেশনা ব্যবহার করা যাবেনা। যেমন - নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, লিঙ্গবৈচিত্র্য ও জেন্ডার পরিচয়, সামর্থ্যের বৈচিত্র্য, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদির ভিত্তিতে কাউকে আলাদা কোনো কাজ না দিয়ে সবাইকেই বিভিন্ন ভাবে তার পারদর্শিতা প্রদর্শনের সুযোগ করে দিতে হবে। এর ফলে, কোন শিক্ষার্থীর যদি লিখিত বা মৌখিক ভাব প্রকাশে চ্যালেঞ্জ থাকে তাহলে সে বিকল্প উপায়ে শিখন যোগ্যতার প্রকাশ ঘটাতে পারবে। একইভাবে, কোন শিক্ষার্থী যদি প্রচলিত ভাবে ব্যবহৃত মৌখিক বা লিখিত ভাবপ্রকাশে স্বচ্ছন্দ না হয়, তবে সেও পছন্দমত উপায়ে নিজের ভাব প্রকাশ করতে পারবে।

অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীর বিশেষ কোন শিখন চাহিদা থাকার ফলে, শিক্ষক তার সামর্থ্য নিয়ে সন্দিহান থাকেন এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। কাজেই এ ধরণের শিক্ষার্থীদেরকে তাদের দক্ষতা/আগ্রহ/সামর্থ্য অনুযায়ী দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে তাদের শিখন উন্নয়নের জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

পরিশিষ্ট ১

শিখনযোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক বা Performance Indicator (PI)

একক যোগ্যতা	পারদর্শিতা সূচক (PI) নং	পারদর্শিতার সূচক	পারদর্শিতার মাত্রা		
			□	○	△
৭.১ পরিবেশ-পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তির আগ্রহ-চাহিদা অনুযায়ী প্রসঙ্গের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে যোগাযোগ করতে পারা।	৭.১.১	অন্যের সাথে যোগাযোগের সময় বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে পারছে	পাঠ্যবইয়ের পাঠ থেকে প্রাসঙ্গিক এবং অপ্রাসঙ্গিক বিষয় শনাক্ত করতে পারছে	পরিবেশ-পরিস্থিতির ভিন্নতা অনুযায়ী ব্যক্তির আগ্রহ, চাহিদা ও আবেগ বিবেচনায় নিয়ে যোগাযোগ করতে পারছে	ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে যোগাযোগের সময় আলোচনার বিষয় অনুযায়ী প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে পারছে
৭.২ ব্যক্তিক, সামাজিক পরিসরে প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারা।	৭.২.১	পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারছে	দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করা বিভিন্ন শব্দের কমপক্ষে ২০টির অপ্রমিত উচ্চারণ শনাক্ত করে সেগুলোর প্রমিত রূপ নির্ধারণ করতে পারছে	শ্রেণি কার্যক্রম চলাকালে ও পাঠ্যবইয়ের বিভিন্ন শব্দের প্রমিত উচ্চারণ করতে পারছে	পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারছে
৭.৩ শব্দের গঠন ও অর্থবৈচিত্র্যকে বিবেচনায় নিয়ে ভাব ও যতি অনুযায়ী বিভিন্ন সংগঠনের বাক্য (সরল, জটিল ও যৌগিক) তৈরি করতে পারা।	৭.৩.১	লেখায় গঠন অনুসারে তিন শ্রেণির শব্দের ব্যবহার করতে পারছে	লেখা থেকে ৮ শ্রেণির শব্দ শনাক্ত করতে পারছে	বিভিন্ন শব্দের কোনটি সমাস,প্রত্যয়,উপসর্গ সাধিত শব্দ তা লেখা শনাক্ত করতে পারছে	নিজে থেকে প্রস্তুতকৃত অনুচ্ছেদ থেকে কোনটি সমাস,প্রত্যয়,উপসর্গ সাধিত শব্দ তা শনাক্ত করতে পারছে
	৭.৩.২	অর্থবৈচিত্র্যের ভিন্নতা অনুযায়ী শব্দের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার করতে পারছে	বাক্যে একই শব্দের মুখ্য অর্থ ও গৌণ অর্থ প্রয়োগ করতে পারছে	শব্দের প্রতিশব্দ ও বিপরীত শব্দ শনাক্ত করতে পারছে	বাক্য ও অনুচ্ছেদের বিভিন্ন শব্দকে প্রতিশব্দে ও বিপরীত শব্দে পরিবর্তন করতে পারছে
	৭.৩.৩	গঠন অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণির বাক্য শনাক্ত করতে পারছে এবং বাক্যে যতিচিহ্ন ব্যবহার করতে পারছে	কোথায় কোন যতিচিহ্ন বসে তা শনাক্ত করতে পারছে	গঠন অনুসারে বাক্যের ধরণ ব্যাখ্যা করতে পারছে	বিভিন্ন গঠনের বাক্য তৈরি করতে পারছে ও অনুচ্ছেদের যথাযথ যতিচিহ্ন ব্যবহার করতে পারছে
৭.৪ প্রায়োগিক, বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক, বিশ্লেষণমূলক ও কল্পনানির্ভর কোনো লেখা পড়ে বিষয়বস্তু বুঝতে পারা এবং লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে নিজের মতের পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারা।	৭.৪.১	বিভিন্ন ধরনের লেখা বিশ্লেষণ ও তৈরি করতে পারছে	নির্ধারিত ধরন অনুযায়ী নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর নিজের মতো করে লেখা প্রস্তুত করতে পারছে	লেখা, ছবি, ছক ও সারণির বিষয়বস্তু নিজের ভাষায় উপস্থাপন করতে পারছে	লেখা, ছবি, ছক ও সারণির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে নিজের মতামত উপস্থাপন করতে পারছে
৭.৫ সাহিত্যের রূপরীতি বুঝে নিজের জীবন ও পরিপার্শ্বের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক তৈরি করে	৭.৫.১	সাহিত্যের বিষয় ও বক্তব্য বুঝে জীবনের সাথে	সাহিত্য পড়ে বিষয় ও বক্তব্য বুঝতে পারছে	সাহিত্যের বিষয় ও বক্তব্যকে জীবনের সাথে সম্পর্কিত করতে	সাহিত্যের বিষয় ও বক্তব্যকে জীবনের সাথে সম্পর্কিত করে

কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করা।		সম্পর্কিত করতে পারছে		পারছে	অন্যের মতের সাথে যাচাই করতে পারছে
	৭.৫.২	সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপের বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে পারছে	সাহিত্যের বিভিন্ন রূপ শনাক্ত করতে পারছে	সাহিত্যের বিভিন্ন রূপের বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে পারছে	সাহিত্যের বিভিন্ন রূপের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তুলনা করতে পারছে
	৭.৫.৩	নিজের কল্পনা ও অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ করতে পারছে	নিজের কল্পনা ও অভিজ্ঞতাকে ভাষায় প্রকাশ করতে পারছে	নিজের কল্পনা ও অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যের নির্দিষ্ট রূপে প্রকাশ করতে পারছে	নিজের রচনাটি সাহিত্যের নির্দিষ্ট রূপের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যাচাই করতে পারছে
৭.৭ কোনো বক্তব্য, ঘটনা বা বিষয়ে নিজের অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে অন্যের সমালোচনা গ্রহণ করতে পারা এবং ইতিবাচকভাবে অন্যের মতের সমালোচনা করতে পারা।	৭.৬.১	নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রশ্নের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে এর যথার্থতা নিশ্চিত করতে পারছে	নির্দিষ্ট বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্ন করতে পারছে	যথাযথ প্রশ্ন করার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে পারছে	তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি তথ্যের যথার্থতা যাচাই করতে পারছে
	৭.৬.২	নিজের মত প্রকাশ করছে ও অন্যের মতামত গ্রহণ করতে পারছে	নির্দিষ্ট বিষয়ে নিজের মত প্রকাশ করতে পারছে	নির্দিষ্ট বিষয়ে নিজের মত প্রকাশের পাশাপাশি মতের পক্ষে যুক্তি দিতে পারছে	যুক্তি দিয়ে নিজের মত প্রকাশের পাশাপাশি অন্যের মতামত ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করতে পারছে

পরিশিষ্ট ২

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের টপশিট

৭ম শ্রেণির নির্দিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের টপশিট পরবর্তী পৃষ্ঠা থেকে ধারাবাহিকভাবে দেওয়া হল। শিক্ষক কোন অভিজ্ঞতা শেষে কোন পারদর্শিতার সূচকে ইনপুট দেবেন তা প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতার সাথে দেওয়া আছে। একটা বিষয়ে বিশেষভাবে মনে রাখা জরুরি যে, **শিক্ষার্থী বাংলার বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান কতটা মুখস্ত করতে পারছে, শিক্ষক কখনই তার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রা নির্ধারণ করবেন না। বরং পারদর্শিতার সূচক অনুযায়ী যে ধরনের সক্ষমতা (জ্ঞান,দক্ষতা,দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ) প্রাসঙ্গিক, তার ওপর শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা নির্ধারণ করবেন।** এক্ষেত্রে পাঠ্যবই বা অন্য যে কোনো নির্ভরযোগ্য রিসোর্স থেকে তথ্য নিয়ে কীভাবে সেই তথ্য শিখন-শেখানো কার্যক্রমে ব্যবহার করছে তা পর্যবেক্ষণ করবেন।

নির্দিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর যে পারদর্শিতা দেখে শিক্ষক তার অর্জিত মাত্রা নিরূপণ করবেন তা 'শিখন অভিজ্ঞতা ভিত্তিক মূল্যায়ন ছক' -এ দেওয়া আছে। একইসাথে, যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করে এই ইনপুট দেবেন তা প্রতিটি ছকের ডান পাশে উল্লেখ আছে। পরিশিষ্ট-৩ এ শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের একটা ফাঁকা ছক দেওয়া আছে। ঐ ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি তৈরি করে শিক্ষক প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতার তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণে ব্যবহার করতে পারবেন।

শিখন অভিজ্ঞতা ভিত্তিক মূল্যায়ন ছক

অভিজ্ঞতা নং : ১ **অভিজ্ঞতার শিরোনাম : প্রসঙ্গের মধ্যে থেকে যোগাযোগ করি**		**শ্রেণি : ৭ম**		**বিষয় : বাংলা**
পারদর্শিতার সুচক (PI)	**পারদর্শিতার সুচকের মাত্রা**			**যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন**
	□	○	△	
৭.১.১ অন্যের সাথে যোগাযোগের সময় বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে পারছে	পাঠ্যবইয়ের পাঠ থেকে প্রাসঙ্গিক এবং অপ্রাসঙ্গিক বিষয় শনাক্ত করতে পারছে	পরিবেশ-পরিস্থিতির ভিন্নতা অনুযায়ী ব্যক্তির আগ্রহ, চাহিদা ও আবেগ বিবেচনায় নিয়ে যোগাযোগ করতে পারছে	ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে যোগাযোগের সময় আলোচনার বিষয় অনুযায়ী প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে পারছে	- ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে যোগাযোগের অনুশীলন করা। - যে কোনো পরিস্থিতিতে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিবেচ্য নিয়ে তালিকা প্রস্তুত করা। - বয়স, মর্যাদা ও সম্পর্ক অনুযায়ী বাক্যে সর্বনাম এবং ক্রিয়াশব্দ প্রয়োগ করা। - ভাষিক ও অভাষিক যোগাযোগের উদাহরণ অনুসন্ধান। - পড়ে কী বুঝলাম - যোগাযোগে প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক কথা খুঁজে বের করা। - প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখে যোগাযোগের অনুশীলনী করা।
যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে				
	‘পড়ে কী বুঝলাম’ এবং ‘প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক কথা খুঁজি’ অনুশীলনীর উপযুক্ত উত্তর উপস্থাপন করছে	‘পরিস্থিতি অনুযায়ী যোগাযোগ’ নিয়ে ভূমিকাভিনয়ের সময় পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনুযায়ী অপর চরিত্র/চরিত্রগুলোর বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিজের বক্তব্য উপস্থাপন করছে	প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখে নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর বক্তৃতা উপস্থাপন করছে	

<table>
<tr><td colspan="5">শিখন অভিজ্ঞতা ভিত্তিক মূল্যায়ন ছক</td></tr>
<tr><td colspan="2">অভিজ্ঞতা নং : ২
অভিজ্ঞতার শিরোনাম : প্রমিত ভাষায় কথা বলি</td><td colspan="2">শ্রেণি : ৭ম</td><td>বিষয় : বাংলা</td></tr>
<tr><th rowspan="2">পারদর্শিতার সুচক (PI)</th><th colspan="3">পারদর্শিতার সুচকের মাত্রা</th><th rowspan="2">যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন</th></tr>
<tr><th>□</th><th>○</th><th>△</th></tr>
<tr><td>৭.২.১ পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারছে</td><td>দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করা বিভিন্ন শব্দের কমপক্ষে ২০টির অপ্রমিত উচ্চারণ শনাক্ত করে সেগুলোর প্রমিত রূপ নির্ধারণ করতে পারছে</td><td>শ্রেণি কার্যক্রম চলাকালে ও পাঠ্যবইয়ের বিভিন্ন শব্দের প্রমিত উচ্চারণ করতে পারছে</td><td>পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারছে</td><td rowspan="3">– আনুষ্ঠানিক পরিস্থিতিতে এককভাবে প্রমিত ভাষায় বক্তব্য অনুশীলন
– প্রমিত উচ্চারণের সাথে নিজের উচ্চারণের পার্থক্য তৈরি
– ধ্বনির ঘোষ,অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ উচ্চারণ নিয়ে অনুশীলন
– কবিতা আবৃত্তি ও কবিতার অর্থ নিয়ে আলোচনা
– কবিতার শব্দ থেকে নির্দিষ্ট উচ্চারণের পার্থক্য শনাক্ত করা ও উচ্চারণের যথার্থতা যাচাই
– আঞ্চলিক বাক্যকে প্রমিত বাক্যে রূপান্তর ইত্যাদি
– ‘কত দিকে কত কারিগর’ গল্প পাঠ
– গল্প থেকে শব্দের প্রমিত উচ্চারণ অনুশীলন করা
– গল্প থেকে আঞ্চলিক বাক্যকে প্রমিত বাক্যে রূপান্তর করা।
– প্রমিত ভাষার চর্চা (আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে প্রমিত ভাষায় কথা বলার অনুশীলন) করা।</td></tr>
<tr><td colspan="4">যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে</td></tr>
<tr><td></td><td>২য় অধ্যায়ের ১ম পরিচ্ছেদে প্রদত্ত ‘শব্দ খুঁজি’ অনুশীলনের সময় নিজের ২০টি অপ্রমিত উচ্চারণ নির্ধারণ করছে। ২য় অধ্যায়ের ১ম পরিচ্ছেদে প্রদত্ত ‘আঞ্চলিক ভাষা’ অনুশীলনীর উপযুক্ত উত্তর প্রস্তুত করছে।</td><td>২য় অধ্যায়ের ১ম পরিচ্ছেদে প্রদত্ত ‘ঘোষ ও অঘোষ ধ্বনি’ অনুশীলনীর শব্দের সঠিক উচ্চারণ করছে। ২য় অধ্যায়ের ২য় পরিচ্ছেদে প্রদত্ত ‘শব্দের উচ্চারণ’ অনুশীলনের সময় প্রমিত উচ্চারণ করছে। শ্রেণিকক্ষে সরব পাঠের সময় প্রমিত উচ্চারণ করছে।</td><td>নির্দিষ্ট আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে নমুনা বক্তব্য উপস্থাপনের সময় অনুযায়ী প্রমিত বাংলায় উপস্থাপন করছে।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="5">শিখন অভিজ্ঞতা ভিত্তিক মূল্যায়ন ছক</td></tr>
<tr><td colspan="2">অভিজ্ঞতা নং : ৩,৪
অভিজ্ঞতার শিরোনাম : শব্দের শ্রেণি ও বাক্যের শ্রেণি, শব্দের গঠন</td><td colspan="2">শ্রেণি : ৭ম</td><td>বিষয় : বাংলা</td></tr>
<tr><td rowspan="2">পারদর্শিতার সুচক (PI)</td><td colspan="3">পারদর্শিতার সুচকের মাত্রা</td><td rowspan="2">যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন</td></tr>
<tr><td>□</td><td>○</td><td>△</td></tr>
<tr><td>৭.৩.১ লেখায় গঠন অনুসারে তিন শ্রেণির শব্দের ব্যবহার করতে পারছে</td><td>লেখা থেকে ৮ শ্রেণির শব্দ শনাক্ত করতে পারছে</td><td>বিভিন্ন শব্দের কোনটি সমাস,প্রত্যয়,উপসর্গ সাধিত শব্দ তা লেখা শনাক্ত করতে পারছে</td><td>নিজে থেকে প্রস্তুতকৃত অনুচ্ছেদ থেকে কোনটি সমাস,প্রত্যয়,উপসর্গ সাধিত শব্দ তা শনাক্ত করতে পারছে</td><td rowspan="3">৩য় অধ্যায়ের ১ম পরিচ্ছেদ
– নমুনা অনুচ্ছেদ থেকে শ্রেণি অনুযায়ী ৮ ধরনের শব্দ শনাক্ত করা।
৩য় অধ্যায়ের ২য় পরিচ্ছেদ
– নমুনা অনুচ্ছেদ ও পাঠ্যবইয়ের অংশবিশেষ থেকে সমাস-সাধিত শব্দ, উপসর্গ-সাধিত শব্দ, এবং প্রত্যয়-সাধিত শব্দ শনাক্ত করা ও বানানো।
– নিজে থেকে অনুচ্ছেদ প্রস্তুত করে সেখানে সমাস-সাধিত শব্দ, উপসর্গ-সাধিত শব্দ, এবং প্রত্যয়-সাধিত শব্দ চিহ্নিত করা।</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরুপণ করা যেতে পারে</td></tr>
<tr><td></td><td>৩য় অধ্যায়ের ১ম পরিচ্ছেদের ‘শ্রেণি অনুযায়ী শব্দ আলাদা করি’ অনুচ্ছেদ হতে ৮ ধরনের শব্দ (বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া, ক্রিয়াবিশেষণ, অনুসর্গ, যোজক, আবেগ) শনাক্ত করছে।</td><td>৩য় অধ্যায়ের ২য় পরিচ্ছেদের নমুনা ১,২,৩ থেকে সমাস,প্রত্যয়,উপসর্গ সাধিত শব্দ শনাক্ত করতে পারছে ও শব্দ বানাতে পারছে।</td><td>নিজে থেকে প্রস্তুতকৃত অনুচ্ছেদ থেকে সমাস,প্রত্যয়,উপসর্গ শব্দ নির্ধারণ করছে।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="5">শিখন অভিজ্ঞতা ভিত্তিক মূল্যায়ন ছক</td></tr>
<tr><td colspan="2">অভিজ্ঞতা নং : ৫
অভিজ্ঞতার শিরোনাম : শব্দের অর্থ</td><td colspan="2">শ্রেণি : ৭ম</td><td>বিষয় : বাংলা</td></tr>
<tr><td rowspan="2">পারদর্শিতার সুচক (PI)</td><td colspan="3">পারদর্শিতার সুচকের মাত্রা</td><td rowspan="2">যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন</td></tr>
<tr><td>□</td><td>○</td><td>△</td></tr>
<tr><td>৭.৩.২ অর্থবৈচিত্র্যের ভিন্নতা অনুযায়ী শব্দের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার করতে পারছে</td><td>বাক্যে একই শব্দের মুখ্য অর্থ ও গৌণ অর্থ প্রয়োগ করতে পারছে</td><td>শব্দের প্রতিশব্দ ও বিপরীত শব্দ শনাক্ত করতে পারছে</td><td>বাক্য ও অনুচ্ছেদের বিভিন্ন শব্দকে প্রতিশব্দে ও বিপরীত শব্দে পরিবর্তন করতে পারছে</td><td rowspan="3">৩য় অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছেদ
– বাক্যে শব্দের মুখ্য অর্থ এবং গৌণ অর্থের প্রয়োগ করা।
– পাঠ্য বইয়ে দেওয়া শব্দের তালিকা থেকে প্রতিশব্দ আলাদা করা।
– অনুচ্ছেদে প্রতিশব্দের প্রয়োগ।
– বাক্যের অর্থ পরিবর্তন করে বিপরীত শব্দের প্রয়োগ।
– বাক্যের অর্থ পরিবর্তন না করে বিপরীত শব্দের প্রয়োগ।</td></tr>
<tr><td colspan="4">যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে</td></tr>
<tr><td></td><td>‘অর্থ বুঝি বাক্য লিখি’ অনুশীলনী হতে বাক্যে একই শব্দের মুখ্য অর্থ ও গৌণ অর্থ প্রয়োগ করছে। নিজে থেকে শব্দ খুঁজে সেগুলোর মুখ্য অর্থ ও গৌণ অর্থ নির্ধারণ করছে।</td><td>অনুচ্ছেদ বা বাক্য থেকে নির্দিষ্ট শব্দের প্রতিশব্দ ও বিপরীত শব্দ নির্ধারণ করছে।</td><td>বাক্য তৈরির সময় একই শব্দের প্রতিশব্দ ও বিপরীত শব্দ ব্যবহার করছে।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="5">শিখন অভিজ্ঞতা ভিত্তিক মূল্যায়ন ছক</td></tr>
<tr><td colspan="2">অভিজ্ঞতা নং : ৬,৭
অভিজ্ঞতার শিরোনাম : যতিচিহ্ন, বাক্য</td><td colspan="2">শ্রেণি : ৭ম</td><td>বিষয় : বাংলা</td></tr>
<tr><th rowspan="2">পারদর্শিতার সুচক (PI)</th><th colspan="3">পারদর্শিতার সুচকের মাত্রা</th><th rowspan="2">যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন</th></tr>
<tr><th>□</th><th>○</th><th>△</th></tr>
<tr><td>৭.৩.৩ গঠন অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণির বাক্য শনাক্ত করতে পারছে এবং বাক্যে যতিচিহ্ন ব্যবহার করতে পারছে</td><td>কোথায় কোন যতিচিহ্ন বসে তা শনাক্ত করতে পারছে</td><td>গঠন অনুসারে বাক্যের ধরণ ব্যাখ্যা করতে পারছে</td><td>বিভিন্ন গঠনের বাক্য তৈরি করতে পারছে ও অনুচ্ছেদের যথাযথ যতিচিহ্ন ব্যবহার করতে পারছে</td><td rowspan="3">৩য় অধ্যায়ের ৪র্থ পরিচ্ছেদ
– যতিচিহ্ন সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান
– কোথায় কোন যতিচিহ্ন বসে অনুসন্ধান
– নমুনা অনুচ্ছেদে বিভিন্ন প্রকার যতিচিহ্নের প্রয়োগ অনুশীলন করা।
– বিভিন্ন প্রকার যতিচিহ্নের ব্যবহার রয়েছে এমন একটি অনুচ্ছেদ প্রস্তুত করা।
৩য় অধ্যায়ের ৫ম পরিচ্ছেদ
– বাক্য সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান
– পাঠ্য বইয়ে প্রদত্ত একই অর্থ প্রকাশ করছে কিন্তু গঠনগত ভিন্নতা আছে এমন বাক্যগুলোর মধ্যে পার্থক্য করা।
– পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত নমুনা বাক্যগুলো গঠন অনুসারে কোনটি কী ধরনের বাক্য শনাক্ত করা ও কারণ ব্যাখ্যা করা।
– গঠন অনুসারে ৩ ধরনের বাক্য তৈরি করা।</td></tr>
<tr><th colspan="4">যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে</th></tr>
<tr><td></td><td>‘কোথায় কোন যতিচিহ্ন বসে’ অনুশীলনী হতে যতিচিহ্নের সঠিক প্রয়োগ নির্ধারণ করছে।</td><td>নমুনা বাক্যের তালিকা থেকে গঠন অনুসারে ৩ ধরনের বাক্য শনাক্ত করছে ও কারণ ব্যাখ্যা করছে।</td><td>যতিচিহ্ন নেই এমন অনুচ্ছেদে ও নিজে থেকে অনুচ্ছেদ তৈরি করি সেখানে সঠিক যতিচিহ্ন প্রয়োগ করছে। নিজে থেকে ৩টি ভিন্ন গঠনের একাধিক বাক্য প্রস্তুত করছে।</td></tr>
</table>

শিখন অভিজ্ঞতা ভিত্তিক মূল্যায়ন ছক

অভিজ্ঞতা নং : ৮,৯ **অভিজ্ঞতার শিরোনাম : চারপাশের লেখার সাথে পরিচিত হই, প্রায়োগিক লেখা**	**শ্রেণি : ৭ম**	**বিষয় : বাংলা**

পারদর্শিতার সুচক (PI)	**পারদর্শিতার সুচকের মাত্রা**			**যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন**
	□	○	△	
৭.৪.১ বিভিন্ন ধরনের লেখা বিশ্লেষণ ও তৈরি করতে পারছে	নির্ধারিত ধরন অনুযায়ী নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর নিজের মতো করে লেখা প্রস্তুত করতে পারছে	লেখা, ছবি, ছক ও সারণির বিষয়বস্তু নিজের ভাষায় উপস্থাপন করতে পারছে	লেখা, ছবি, ছক ও সারণির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে নিজের মতামত উপস্থাপন করতে পারছে	৪র্থ অধ্যায় – পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত ছবিসহ বিভিন্ন ধরনের লেখা কী নামে পরিচিত, লেখা পড়ে কী বুঝলাম, এবং এর ব্যবহার শনাক্তকরণ। – দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বইপত্রের বাইরের বিভিন্ন রকম প্রায়োগিক লেখা শনাক্তকরণ ও অনুসন্ধান – প্রায়োগিক লেখা (পোষ্টার, ব্যানার, ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড, বিলবোর্ড, নোটিশ, লিফলেট, মোড়কের লেখা, বিজ্ঞাপন, আমন্ত্রণপত্র ইত্যাদি) প্রস্তুত করা ৫ম অধ্যায়, ১ম পরিচ্ছেদ – চিঠি: পড়ে কী বুঝলাম – চিঠি: বলি ও লিখি – চিঠি সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতা অনুসন্ধান। – চিঠি লেখার জন্য বিবেচ্য নিয়ে আলোচনা ও পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত চিঠি বিশ্লেষণ। – নিজে নিজে চিঠি লেখা।
যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে				
	বিভিন্ন ধরনের প্রায়োগিক লেখা (পোষ্টার, ব্যানার, ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড, বিলবোর্ড, নোটিশ, লিফলেট, মোড়কের লেখা, বিজ্ঞাপন, আমন্ত্রণপত্র ইত্যাদি) প্রস্তুত করছে।	৫ম অধ্যায়ের ১ম পরিচ্ছেদ -এর ‘পড়ে কী বুঝলাম’ এবং ‘বলি ও লিখি’ অনুশীলনীর উপযুক্ত উত্তর প্রস্তুত করছে।	চিঠি সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতা উপস্থাপন করছে ও নিজের ভাষায় চিঠি লিখছে	

<table>
<tr><td colspan="5">শিখন অভিজ্ঞতা ভিত্তিক মূল্যায়ন ছক</td></tr>
<tr><td colspan="3">অভিজ্ঞতা নং : ১০,১১
অভিজ্ঞতার শিরোনাম : বিবরণমূলক লেখা, তথ্যমূলক লেখা</td><td>শ্রেণি : ৭ম</td><td>বিষয় : বাংলা</td></tr>
<tr><td rowspan="2">পারদর্শিতার সুচক (PI)</td><td colspan="3">পারদর্শিতার সুচকের মাত্রা</td><td rowspan="2">যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন</td></tr>
<tr><td>□</td><td>○</td><td>△</td></tr>
<tr><td>৭.৪.১ বিভিন্ন ধরনের লেখা বিশ্লেষণ ও তৈরি করতে পারছে</td><td>নির্ধারিত ধরন অনুযায়ী নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর নিজের মতো করে লেখা প্রস্তুত করতে পারছে</td><td>লেখা, ছবি, ছক ও সারণির বিষয়বস্তু নিজের ভাষায় উপস্থাপন করতে পারছে</td><td>লেখা, ছবি, ছক ও সারণির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে নিজের মতামত উপস্থাপন করতে পারছে</td><td rowspan="3">৫ম অধ্যায়, ২য় ও ৩য় পরিচ্ছেদ
– পিরামিড: পড়ে কী বুঝলাম
– পিরামিড: বলি ও লিখি
– লেখা নিয়ে মতামত: ‘পিরামিড’ লেখায় লেখকের বক্তব্যের সাথে নিজের ধারণার মিল-অমিল বিশ্লেষণ করা।
– নিজের এলাকার অন্তত পঞ্চাশ বছরের পুরানো কোনো স্থাপত্য সম্পর্কে বিবরণমূলক লেখা প্রস্তুত করা।
– জগদীশচন্দ্র বসু: পড়ে কী বুঝলাম
– জগদীশচন্দ্র বসু: বলি ও লিখি
– লেখা নিয়ে মতামত: ‘জগদীশচন্দ্র বসু’ লেখায় লেখকের বক্তব্যের সাথে নিজের ধারণার মিল-অমিল বিশ্লেষণ করা।
– তথ্যমূলক রচনা লিখি: নির্দিষ্ট বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে তথ্যমূলক লেখা প্রস্তুত করা।</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে</td></tr>
<tr><td></td><td>নিজের এলাকার পুরানো স্থাপত্য এবং বিদ্যালয় নিয়ে লেখা প্রস্তুত করছে</td><td>৫ম অধ্যায়ের ২য় ও ৩য় পরিচ্ছেদ -এর ‘পড়ে কী বুঝলাম’ এবং ‘বলি ও লিখি’ অনুশীলনীর উপযুক্ত উত্তর প্রস্তুত করছে।</td><td>৫ম অধ্যায়ের ২য় ও ৩য় পরিচ্ছেদ - এর ‘লেখা নিয়ে মতামত’ অনুশীলনীর জন্য নিজের ভাষায় মতামত প্রস্তুত করছে</td></tr>
</table>

পরিশিষ্ট ৩

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

নির্দিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া হলো। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনায় শিক্ষকগণ প্রতি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি তৈরি করে নেবেন।

উদাহরণ:

'প্রমিত ভাষায় কথা বলি' শিখন অভিজ্ঞতায় শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা মূল্যায়নের সুবিধার্থে একটি পারদর্শিতার সূচক নির্বাচন করা হয়েছে, সেটি হলো ৭.২.১ (পরিশিষ্ট-২ দেখুন)। শিক্ষক উক্ত শিখন অভিজ্ঞতার টপশিটের সাথে পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া ছকটি পূরণ করে ব্যবহার করবেন। নিচে নমুনা হিসেবে কয়েকজন শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা কীভাবে রেকর্ড করবেন তা দেখানো হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানের নাম :					তারিখ:
অভিজ্ঞতা নং :	শ্রেণি :	৭ম	বিষয় :	বাংলা	শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর
শিখন অভিজ্ঞতার শিরোনাম :	প্রমিত ভাষায় কথা বলি				মোঃ আকরাম হোসেন

রোল নং	নাম	প্রযোজ্য PI নং					
		৭.২.১					
০১	মোহনা চৌধুরী	□○▲	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
০২	রাসেল আহমেদ	■○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
০৩	অমিত কুণ্ডু	□●△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
০৪	নিলুফার ইয়াসমিন	■○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
০৫	শিউলি সরকার	□○▲	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
০৬	পার্থ রোজারিও	□●△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

প্রতিষ্ঠানের নাম :					তারিখ:
অভিজ্ঞতা নং :	শ্রেণি :	৭ম	বিষয় :	বাংলা	শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর :
শিখন অভিজ্ঞতার শিরোনাম :					

		প্রযোজ্য PI নং					
রোল নং	নাম						
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

রোল নং	নাম	প্রযোজ্য PI নং					
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৪

ষান্মাসিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট

প্রতিষ্ঠানের নাম			
শিক্ষার্থীর নাম			
শিক্ষার্থীর আইডি:	শ্রেণি : সপ্তম	বিষয় : বাংলা	শিক্ষকের নাম :

পারদর্শিতার সুচকের মাত্রা

পারদর্শিতার সুচক	শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা		
৭.১.১ অন্যের সাথে যোগাযোগের সময় বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে পারছে	□	○	△
	পাঠ্যবইয়ের পাঠ থেকে প্রাসঙ্গিক এবং অপ্রাসঙ্গিক বিষয় শনাক্ত করতে পারছে	পরিবেশ-পরিস্থিতির ভিন্নতা অনুযায়ী ব্যক্তির আগ্রহ, চাহিদা ও আবেগ বিবেচনায় নিয়ে যোগাযোগ করতে পারছে	ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে যোগাযোগের সময় আলোচনার বিষয় অনুযায়ী প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে পারছে
৭.২.১ পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারছে	□	○	△
	দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করা বিভিন্ন শব্দের কমপক্ষে ২০টির অপ্রমিত উচ্চারণ শনাক্ত করে সেগুলোর প্রমিত রূপ নির্ধারণ করতে পারছে	শ্রেণি কার্যক্রম চলাকালে ও পাঠ্যবইয়ের বিভিন্ন শব্দের প্রমিত উচ্চারণ করতে পারছে	পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারছে
৭.৩.১ লেখায় গঠন অনুসারে তিন শ্রেণির শব্দের ব্যবহার করতে পারছে	□	○	△
	লেখা থেকে ৮ শ্রেণির শব্দ শনাক্ত করতে পারছে	বিভিন্ন শব্দের কোনটি সমাস,প্রত্যয়,উপসর্গ সাধিত শব্দ তা লেখা শনাক্ত করতে পারছে	নিজে থেকে প্রস্তুতকৃত অনুচ্ছেদ থেকে কোনটি সমাস,প্রত্যয়,উপসর্গ সাধিত শব্দ তা শনাক্ত করতে পারছে
৭.৩.২ অর্থবৈচিত্র্যের ভিন্নতা অনুযায়ী শব্দের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার করতে পারছে	□	○	△
	বাক্যে একই শব্দের মুখ্য অর্থ ও গৌণ অর্থ প্রয়োগ করতে পারছে	শব্দের প্রতিশব্দ ও বিপরীত শব্দ শনাক্ত করতে পারছে	বাক্য ও অনুচ্ছেদের বিভিন্ন শব্দকে প্রতিশব্দে ও বিপরীত শব্দে পরিবর্তন করতে পারছে
৭.৩.৩ গঠন অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণির বাক্য শনাক্ত করতে পারছে এবং বাক্যে যতিচিহ্ন ব্যবহার করতে পারছে	□	○	△
	কোথায় কোন যতিচিহ্ন বসে তা শনাক্ত করতে পারছে	গঠন অনুসারে বাক্যের ধরণ ব্যাখ্যা করতে পারছে	বিভিন্ন গঠনের বাক্য তৈরি করতে পারছে ও অনুচ্ছেদের যথাযথ যতিচিহ্ন ব্যবহার করতে পারছে
৭.৪.১ বিভিন্ন ধরনের লেখা বিশ্লেষণ ও তৈরি করতে পারছে	□	○	△
	নির্ধারিত ধরন অনুযায়ী নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর নিজের মতো করে লেখা প্রস্তুত করতে পারছে	লেখা, ছবি, ছক ও সারণির বিষয়বস্তু নিজের ভাষায় উপস্থাপন করতে পারছে	লেখা, ছবি, ছক ও সারণির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে নিজের মতামত উপস্থাপন করতে পারছে
৭.৫.১ সাহিত্যের বিষয় ও বক্তব্য বুঝে জীবনের সাথে সম্পর্কিত করতে	□	○	△
	সাহিত্য পড়ে বিষয় ও বক্তব্য বুঝতে পারছে	সাহিত্যের বিষয় ও বক্তব্যকে জীবনের সাথে সম্পর্কিত করতে পারছে	সাহিত্যের বিষয় ও বক্তব্যকে জীবনের সাথে সম্পর্কিত করে অন্যের মতের সাথে যাচাই করতে পারছে

পারছে			
৭.৫.২ সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপের বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে পারছে	□	○	△
	সাহিত্যের বিভিন্ন রূপ শনাক্ত করতে পারছে	সাহিত্যের বিভিন্ন রূপের বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে পারছে	সাহিত্যের বিভিন্ন রূপের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তুলনা করতে পারছে
৭.৫.৩ নিজের কল্পনা ও অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ করতে পারছে	□	○	△
	নিজের কল্পনা ও অভিজ্ঞতাকে ভাষায় প্রকাশ করতে পারছে	নিজের কল্পনা ও অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যের নির্দিষ্ট রূপে প্রকাশ করতে পারছে	নিজের রচনাটি সাহিত্যের নির্দিষ্ট রূপের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যাচাই করতে পারছে
৭.৬.১ নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রশ্নের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে এর যথার্থতা নিশ্চিত করতে পারছে	□	○	△
	নির্দিষ্ট বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্ন করতে পারছে	যথাযথ প্রশ্ন করার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে পারছে	তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি তথ্যের যথার্থতা যাচাই করতে পারছে
৭.৬.২ নিজের মত প্রকাশ করছে ও অন্যের মতামত গ্রহণ করতে পারছে	□	○	△
	নির্দিষ্ট বিষয়ে নিজের মত প্রকাশ করতে পারছে	নির্দিষ্ট বিষয়ে নিজের মত প্রকাশের পাশাপাশি মতের পক্ষে যুক্তি দিতে পারছে	যুক্তি দিয়ে নিজের মত প্রকাশের পাশাপাশি অন্যের মতামত ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করতে পারছে

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ